International Research Journal of Interdisciplinary & Multidisciplinary Studies (IRJIMS)
A Peer-Reviewed Monthly Research Journal
ISSN: 2394-7969 (Online), ISSN: 2394-7950 (Print)
Volume-I, Issue-VII, August 2015, Page No. 31-38
Published by: Scholar Publications, Karimganj, Assam, India, 788711
Website: http://www.irjims.com

পশ্চিমবঙ্গের শিশুকেন্দ্রিক লোকসংস্কৃতি: একটি পর্যবেক্ষণ

সুবর্ণা সরকার
জুনিয়র রিসার্চ ফেলো, আর.জি.এন.এফ (ইউ.জি.সি.), লোকসংস্কৃতি বিভাগ, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত
ড. সুজয়কুমার মণ্ডল
সহযোগী অধ্যাপক ও বিভাগীয় প্রধান, লোকসংস্কৃতি বিভাগ, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়, কল্যাণী, নদীয়া, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

Abstract

Children's folklore or child lore is the folklore of children or childhood. It is an important genre in the field of folklore study. Children's folklore contains practically all of the principal genres of tradition, including games, narratives of many kinds, songs, customs, and material culture. The subject matter of this sector of folklore includes the traditions of children such as games, riddles, rhymes, jokes, superstitions, magical practices, lyrics, guile, epithets, nicknames, parody, oral legislation, seasonal customs, obscenities, etc. As a branch of folklore, it is concerned with those activities which are learned and passed on by children to other children. Children's folklore is a rich folklore tradition in West Bengal.

In this paper, overall concept, characteristics and different aspects of children folklore of West Bengal has been considered. The main objective of this study is to observe the relevance and functions of different genres of children folklore in the field of folklore study. Moreover, it will provide an overview of children's folklore of West Bengal.

Key Words: Children's Folklore, Childhood, Tradition, Function, Folk literature, Material, Culture.

১. ভূমিকা : লোকায়ত জীবন তথা লোকসমাজকে ভিত্তি করেই প্রসার লাভ করে লোকসংস্কৃতি। লোকসমাজের হাত ধরেই লোকসংস্কৃতি তার ঐতিহ্যমণ্ডিত প্রবহমানতা বজায় রেখেছে। এই সমাজের নানা ক্ষেত্রে আবালবৃদ্ধবনিতার উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রয়েছে। বিভিন্ন উপাদানকে কেন্দ্র করে লোকসংস্কৃতির ধারা বয়ে চলে। শিশুকেন্দ্রিক লোকসংস্কৃতিও এর ব্যতিক্রম নয়। লোকসংস্কৃতির যেসব উপাদান শিশুদের কেন্দ্র করে আবহমানকাল ধরে তার অস্তিত্ব ও ঐতিহ্য বহন করে চলেছে তাদের নিয়েই গঠিত শিশুকেন্দ্রিক লোকসংস্কৃতি বা Children's Folklore। লোকসংস্কৃতি চর্চার ক্ষেত্রে এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ শাখা, যা একান্তভাবেই শিশুদেরই লোকসংস্কৃতি। অর্থাৎ শিশুকেন্দ্রিক লোকসংস্কৃতি সম্পুর্ণ রূপে শিশুদের নিয়েই আবর্তিত ও বিবর্তিত হয়। সারা পৃথিবীতে এইরকম শিশুকেন্দ্রিক লোকউপাদানের ছড়াছড়ি লক্ষ্য করা যায়। এক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গের প্রেক্ষিতে শিশুকেন্দ্রিক লোকসংস্কৃতি সম্পর্কে সার্বিকভাবে ক্ষেত্রসমীক্ষালব্ধ তথ্যের সহায়তায় আলোচনা করা হয়েছে।

২. প্রসঙ্গ শিশুকেন্দ্রিক লোকসংস্কৃতি : লোকসংস্কৃতির অন্যতম শাখা হল শিশুকেন্দ্রিক লোকসংস্কৃতি বা Children's Folklore, যা মূলত শিশুদের নিয়েই আবর্তিত হয়। ড. নির্মলেন্দু ভৌমিক এই শাখাকে "Childlore" আখ্যায় আখ্যায়িত করেছেন। এ প্রসঙ্গে আলোকপাত করার পূর্বে 'শিশু' ও 'শৈশব' সম্পর্কে ধারণাটিকে স্পষ্ট করে নেওয়া প্রয়োজন। Thomas A. Green-এর মতে সাধারণত কিন্ডারগার্টেন থেকে বিদ্যালয়ের ষষ্ঠবর্ষ পর্যন্ত অর্থাৎ পাঁচ থেকে বারো বছর পর্যন্ত বয়সীদের শিশু হিসাবে ধরা হয়ে থাকে । তাঁর কথায়:

> *"In general, childhood has been regarded as the span from kindergarten through about the 6th year of school or about ages 5 through 12."* [১]

এখানে মনে রাখা প্রয়োজন যে জন্ম থেকে পাঁচ বছর বয়স পর্যন্ত মানবসন্তানও শিশু হিসাবে পরিগণিত হয়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে আভিধানিক অর্থ অনুযায়ী মাতৃগর্ভে যখন ভ্রূণের আগমন ঘটে তখন জন্মের পূর্বেই সেই গর্ভস্থ ভ্রূণকেও শিশু বলা হয়। এ প্রসঙ্গে বলে রাখা ভালো যে পাশ্চাত্য দেশে এই শিশু বা child- এর বেশ কিছু পরিভাষা প্রচলিত আছে , যেমন *Baby, Infant, Babe* ইত্যাদি। মাতৃগর্ভস্থ ভ্রূণকেও যে শিশু বলে এই পরিভাষাগুলির আভিধানিক অর্থ অনুসন্ধান করলেই তা জানা যাবে। যেমন, Oxford Dictionary তে 'Infant' শব্দের অর্থ করা হয়েছে : *"A child during the earliest period of life or still unborn"* [২] কিংবা child শব্দের অর্থে বলা হয়েছে : *"The unborn or newly born human being"/ 'Foetus'*।[৩]

আর এই শিশুদের বিচরণকালই হল শৈশব। Oxford Dictionary অনুযায়ী শৈশব বা Childhood হল–'*the time from birth to puberty*'[৪]। এটি হল জীবনের এমন একটি পর্যায়, যেখানে শিশুরা মানসিকভাবে অপরিণত ও বিশ্বের গতিবিধি সম্পর্কে অনভিজ্ঞ থাকে। Webster Universal Dictionary অনুযায়ী: "*one who is either undeveloped mentally, or who is inexperienced in the ways of the world"*।[৫] শৈশবের স্বরূপ সম্পর্কে ধারণা দিতে গেলে প্রখ্যাত লোকসংস্কৃতিবিদ্ Briyan Sutton Smith-এর ভাষায় বলা যায়:

> *"who become attached to their parents, who begin to gain understanding of the world around them, who progress through various steps in language development in social development, and in moral development. They learn to relate to their peers and to their teachers, and indue course they go through their physical, emotional and intellectual growth and become adolescents."* [৬]

অর্থাৎ এই পর্যায়ে মানুষ তার পরিবারবর্গের পাশাপাশি তার পারিপার্শ্বিক জগতের সঙ্গে পরিচিত হয়, বিকাশ লাভ করে ভাষা, সমাজ ও নৈতিক দিক থেকে। এই সময়েই শিশু নিজের সমবয়সী সাথী ও শিক্ষকের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করতে শেখে এবং শারীরিক, মানসিক ও বুদ্ধিমত্তার বিকাশ সাধন করে এবং ক্রমে বয়ঃসন্ধিক্ষণের দিকে এগিয়ে যায়। অর্থাৎ জীবনের এই পর্যায়ে মানুষ বিভিন্ন দিক থেকে বিকাশ লাভ করে। রবীন্দ্রনাথের ভাষায়, 'মানুষের হয়ে ওঠা'-র কাল হল শৈশবকাল। অর্থাৎ এক কথায় বলতে গেলে জন্মের পর বার্ধক্য পর্যন্ত বেশ কয়েকটি ধাপ পেরিয়ে মানুষ তার বেড়ে ওঠার পর্যায়টি সুসম্পন্ন করে যার মধ্যে সর্বপ্রথম ও সবিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ধাপ হল শৈশব বা childhood, যা বয়ঃসন্ধিক্ষণে এসে শেষ হয়ে যায়। শুধু তাই নয় পৃথিবীর বেশ কিছু জাতি-উপজাতির মধ্যে দেখা যায় এই শৈশবকে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ করার জন্য বয়ঃসন্ধিক্ষণের মুহূর্তে তারা কিছু আচার অনুষ্ঠান করে যাতে শৈশব ও বয়ঃসন্ধিক্ষণের মাঝখানে একটা গণ্ডি টেনে দেওয়া সম্ভবপর হয়। এলিজাবেথ টাকারের মতে:

> *"In some cultures and religions, ceremonies followed by celebrations mark children's progress from childhood to maturity."* [৭]

এই শৈশবকে ভিত্তি করেই শিশুকেন্দ্রিক লোকসংস্কৃতির জন্ম। লোকসংস্কৃতি প্রসঙ্গে এলিজাবেথ টাকার বলেছেন :

> *"Folklore involves communication of games, songs, stories, rituals, taunts, and other traditional content from one individual to another and from one generation to the next."* [৮]

আর শিশুকেন্দ্রিক লোকসংস্কৃতি সম্পর্কে তিনি বলেছেন :

> *"Children constitute a distinctive age group that shares many traditions. Since the 1880s, people have recognized children's folklore as an important field of study."* [৯]

তিনি শিশুকেন্দ্রিক লোকসংস্কৃতি বিষয়টি সম্পর্কে আলোকপাত করতে গিয়ে শৈশবের সীমারেখা বা বয়ঃসন্ধিক্ষণের কথাও উল্লেখ করেছেন:

> *"Folklorists view adolescence, which begins at puberty, as an age stage differs significantly from earlier childhood. Sue Samuelson makes a compelling case for the recognition of adolescence as a time when young people from strong relationships with peer-group members, apart from the domain of family life; these*

connections result in certain kinds of folklore. During the years preceding adolescence, often called preadolescence, children actively participate in peer-group activities and test boundaries established by adults."[১০]

কাজেই উল্লিখিত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায়, **শিশুকেন্দ্রিক লোকসংস্কৃতি হল লোকসংস্কৃতির এমন একটি ঐতিহ্যনির্ভর শাখা, যা শিশুকেন্দ্রিক লোকউপাদান নিয়ে গড়ে উঠেছে এবং শিশুদেরকে কেন্দ্র করে সমাজে আবর্তিত ও বিবর্তিত হয়। সর্বোপরি সামাজিক ক্রিয়াশীলতা সমৃদ্ধ এই শাখার বিচরণ ক্ষেত্রটি শৈশব তথা বয়ঃসন্ধিক্ষণের মুহূর্ত পর্যন্তই সীমাবদ্ধ থাকে।**

৩. শিশুকেন্দ্রিক লোকসংস্কৃতির উপাদানগত পরিচয়:

লোকসংস্কৃতির অন্যান্য শাখাগুলির মত শিশুকেন্দ্রিক লোকসংস্কৃতিও বেশ কিছু উপাদানের ওপর ভিত্তি করেই গড়ে উঠেছে। লোকসংস্কৃতির এই ধারাটিতে শিশুকেন্দ্রিক যেসব উপাদানগুলি ঐতিহ্যগতভাবে উপস্থিত থেকেছে সেগুলি বিশদ্‌ভাবে তুলে ধরা যায় ছকের মাধ্যমে :

শিশুকেন্দ্রিক লোকসংস্কৃতি

- লোকক্রীড়া (games)
- ধাঁধা (riddles)
- ছড়া (rhymes)
- হাস্যকৌতুক (jokes)
- দুষ্টুমিপূর্ণ কৌশল বা হৈ চৈ পূর্ণ রঙ্গকৌতুক (pranks)
- যাদুক্রিয়ার অনুশীলন (magical practices)
- সংস্কার (superstitions)
- রসিকতা (wit)
- গান বা সুর (lyrics)
- বিভিন্ন চাতুরি (guile)
- বিভিন্ন গুণ বা বর্ণনামূলক বিশ্লেষণ (epithets)
- ডাকনাম বা ছদ্মনাম (nick names)
- বিভিন্ন যন্ত্রণা (torments)
- বিভিন্ন সাহিত্যাদির ব্যঙ্গাত্মক রচনা (parody)
- মৌখিক আইন প্রণয়ন (oral legislation)
- দৈহিক বা মানসিক পীড়ন (tortures)
- অশ্লীল কথা (obscenities)
- সাংকেতিক কথা (codes)
- প্রথা (customs)
- শিশুদের মধ্যে পারস্পরিক ভাব বিনিময় (child interaction)

অর্থাৎ এই ছক থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় যে শিশুদের জগৎকে কেন্দ্র করে আবর্তিত সমস্ত রকম ক্রিয়াই লোকসংস্কৃতির এই ধারার অন্তর্গত।

৪. শিশুকেন্দ্রিক লোকসংস্কৃতি বিষয়ে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য গবেষণাকর্মের পর্যালোচনা : লোকসংস্কৃতির জগতে শিশুদেরকে কেন্দ্র করে যে একটি স্বতন্ত্র ক্ষেত্র বিরাজ করছে তা পাশ্চাত্য দেশেই প্রথম বিবেচিত হয়। এক্ষেত্রে প্রথমেই উল্লেখ করা যায় বিখ্যাত বৃটিশ মহিলা পণ্ডিত বার্থা গোম (১৮৯৪-৯৮) এবং মার্কিন দেশের উইলিয়াম ওয়েলস্ নেওয়েলের কথা, যিনি American Folklore Society স্থাপন করেন ও 'Journal of American Folklore' (১৮৮৮-১৯০০) -এর প্রথম সম্পাদক এবং শিশু লোককথার আদিতম অনুশীলনকারী ও এর বড় সংগ্রাহক। তাঁরা প্রথম দিকে লোককথার বিষয়ে ও ক্ষয়িষ্ণু শিশু লোককথার সংরক্ষণে আগ্রহ দেখান এবং উভয়েই খেলার, বিশেষ করে এর কথন ও গায়ন অংশ বিষয়ে নজর দেন।

১৯৪০-এর দশক থেকে মার্কিন ও বৃটিশ লোককথাবিদেরা প্রত্যক্ষ অনুসন্ধান থেকে তথ্য সংগ্রহ করেন ও বিশ্লেষণ করা শুরু করেন। ডরোথী হাওয়ার্ডই ছিলেন অগ্রণী গবেষক যিনি বয়স্কদের স্মৃতি থেকে পাওয়া তথ্যের পরিবর্তে শিশুদের কাছ থেকে প্রত্যক্ষভাবে তথ্য সংগ্রহের পদ্ধতি নিরুপণ করেন। ১৯৩৮ সালের গবেষণা পত্রে তাঁর এই পদ্ধতি প্রয়োগ করে দেখান 'বল নাচানো ছড়া'-র ক্ষেত্রে। এটিই হল শিশুকথার প্রথম বিশ্লেষণী অনুশীলন। হাওয়ার্ডের অনুশীলন-জীবনের সর্বাধিক প্রভাবশীল সময়কাল হল ১৯৫৪-৫৫ সাল। এই সময়কালে প্রকাশিত হয় অস্ট্রেলীয় শিশু লোককথা অনুশীলন ও সংগ্রহের কাজটি, যা বিশেষভাবে প্রভাব ফেলেছিল তরুণ গবেষকদের ওপর। এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য কয়েকজন গবেষক হলেন নিউজিল্যান্ডের আদিবাসী Briyan Sutton Smith এবং অস্ট্রেলিয়ান Children's Newsletter-এর প্রতিষ্ঠাতা ও অস্ট্রেলীয় শিশু লোককথা অনুশীলনের সম্পাদক, রচনাকার এবং সংগ্রাহক অস্ট্রেলীয় জুন ফ্যাক্টর।

১৯৬০-এর দশক পর্যন্ত ইংল্যান্ড ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে শিশু লোককথার চর্চা ইংরাজী ভাষায় হত। ১৯৭০-এর মাঝামাঝি সময় থেকে অস্ট্রেলীয় শিশু লোককথাবিদেরা বেশ বড় আকারে ও বেশ পাণ্ডিত্যপূর্ণ লোককথা সংকলন করেন। ইউরোপ ব্যাপীও পণ্ডিতেরা তাঁদের প্রত্যক্ষ কাজের ফসল হিসাবে বিশ্লেষণমূলক চর্চা করেন ও সংকলন প্রকাশ করেন।

১৯৭৯ সালে American Folklore Society-র মধ্যে 'Children's Folklore Section' স্থাপিত হয়। পরবর্তী বছরগুলিতে এই বিভাগটি বিকশিত হয়েছে এবং 'Children's Folklore Review' নামে পত্রিকা প্রকাশ করে। ১৯৯৫সালে 'Handbook of Children's Folklore' শীর্ষক গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়। এরপর ১৯৯৯ সালে Briyan Sutton Smith প্রকাশ করেন 'Children's Folklore: A Source Book' শীর্ষক গ্রন্থটি। একাজে তাঁকে সাহায্য করেন জয় মেকলিন, থমাস ডব্লিউ. জনসন, ফেলিসিয়া আর, মে মোহান প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব। ২০০৮ সালে শিশুকেন্দ্রিক লোকসংস্কৃতি বিষয়ে অপর এক গ্রন্থ প্রকাশিত হয় এলিজাবেথ টাকারের হাত ধরে, তার নাম হল 'Children's Folklore: A Handbook'। ১৯৫০ সালে Thoms A. Green নামক বিশিষ্ট লোকসংস্কৃতিবিদ্ তাঁর সম্পাদিত 'Folklore' নামক কোষগ্রন্থে 'Children's Folklore' শীর্ষক একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করেন, যা থেকে এই বিষয় সম্পর্কে বহু কিছু তথ্য জানা যায়।

লোকসংস্কৃতির জগতে শিশুরাও যে সমান গুরুত্বপূর্ণ তা পাশ্চাত্য লোকসংস্কৃতিবিদ্রা অনুধাবন করলেও এদেশের পণ্ডিতেরা, বিশেষত বাংলার লোকসংস্কৃতিবিদ্রা একাজে বিশেষ অবদান রেখে যেতে পারেননি। বহু লোককথা, ছড়া, ধাঁধা, প্রবাদ সংকলন বা সংগ্রহ করা হয়েছে ঠিকই কিন্তু তা যে শিশুকেন্দ্রিকতার জন্য আলাদা বা স্বতন্ত্র মূল্যের অধিকারী লোকসংস্কৃতি চর্চার জগতে তা নিয়ে বিশেষ গবেষণামূলক কাজের এখনো অভাব রয়েছে। ড. নির্মলেন্দু ভৌমিক এবিষয়ে কিছুটা তাগিদ অনুভব করেন এবং এবিষয়ে কিছুটা আলোচনাও করেন, যার ফলস্বরুপ ২০০৪ সালে প্রকাশিত হয় তার 'শিশুচারণা' শীর্ষক গ্রন্থটি। শিশুকেন্দ্রিক লোকসংস্কৃতিকে তিনিই 'Childlore' বা 'শিশুচারণা' নামে প্রথম অভিহিত করেন। বিষয়টি যে নিজগুণেই বিশেষভাবে গবেষণার অপেক্ষা রাখে তা ড. নির্মলেন্দু ভৌমিকের ভাষাতেই উল্লেখ করা যায়:

> *'Folklore'-এর 'লোক' [Folk] বলতে পূর্ণ বয়স্ক মানুষ। কিন্তু শিশুর বা অপ্রাপ্ত বয়স্কদেরও আছে তার একটি পৃথক জগৎ, সংস্কার, মনস্তত্ত্ব। সেই কথা মনে রেখেই, প্রবন্ধের বিষয় এই স্থির করেছি- Childlore বা শিশুচারণা। আমার মতে, 'লোকচারণার' মতো 'শিশুচারণা'ও একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ বিষয় হতে পারে।"* [১১]

তাঁর মতানুযায়ী সত্যিই বিষয়টি আলোচনা বা গবেষণার দাবীদার কিন্তু সেরকম উল্লেখযোগ্য কোন কাজই এই 'শিশুকেন্দ্রিক লোকসংস্কৃতি' নিয়ে এদেশে তথা বাংলায় এখনো হয়নি বললেই চলে।

৫. পশ্চিমবঙ্গের শিশুকেন্দ্রিক লোকসংস্কৃতি : পশ্চিমবঙ্গের লোকসংস্কৃতির ঐতিহ্যের অত্যন্ত সমৃদ্ধশালী ও তাৎপর্যময় একটি দিক হল শিশুকেন্দ্রিক লোকসংস্কৃতি। বিশ্বের সর্বত্র শিশুকেন্দ্রিক লোকসংস্কৃতি যতটা সক্রিয়, পশ্চিমবঙ্গেও তার ব্যতিক্রম ঘটেনি। এই রাজ্যের জনজীবনে তথা সমাজজীবনে শিশুকেন্দ্রিক লোকসংস্কৃতির উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রয়েছে। সারা ভারতবর্ষের পাশাপাশি পশ্চিমবঙ্গেও শিশুকেন্দ্রিক লোকসংস্কৃতির ব্যাপক বৈচিত্র্য লক্ষিত হয়। সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষের মধ্যেই লোকসংস্কৃতির এই শাখাটি অতি সহজেই গ্রহণীয় হয়ে উঠেছে। কিন্তু বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই শিশুকেন্দ্রিক লোকসংস্কৃতির উপাদানগুলি তাদের যথাযথ গুরুত্ব পাচ্ছেনা, দৈনন্দিন আচার-আচরণ বা জীবনচর্যার মধ্যে পড়ে নিজেদের স্বকীয় মূল্য হারাচ্ছে এবং অতি সাধারণ কিছু আচরণীয় ক্রিয়ারূপে থেকে যাচ্ছে। পশ্চিমবঙ্গের প্রতিটি জেলাতেই সমাজের প্রতিটা স্তরের

মানুষের মধ্যেই শিশুকেন্দ্রিক লোকসংস্কৃতির উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়, খুঁজে পাওয়া যায় বহু শিশুকেন্দ্রিক লোকউপাদান। এবার কিছু দৃষ্টান্ত উপস্থাপনা করা যাক:

ক) লোকক্রীড়া: পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় প্রচলিত আছে বিভিন্ন প্রকার লোকক্রীড়া, যেমন- এলাটিং বেলাটিং সৈল, ওপেনটি বায়স্কোপ, গাছছুয়া গাছছুয়া, গোল্লাছুট, পাৎঝাৎ, কাদামাটি, কানামাছি, রুমালচোর, ছোট্টপুতুল, লেটার বক্স, রাজার বউ কুমড়ো কাটে ইত্যাদি। এইসব খেলাগুলি শুধু যে শিশুদের বিনোদনের উপাদান তাই-ই নয়, এইসব খেলাগুলির মধ্য দিয়ে বিভিন্ন সমাজচিত্র, ঐতিহাসিক চিত্র, যাদুবিদ্যা বা নৃতাত্ত্বিক প্রতিফলন কিংবা অভিনয়ের প্রতিভাস ইত্যাদি ফুটে উঠতে দেখা যায়। উদাহরণ স্বরুপ এখানে 'এলাটিং বেলাটিং সৈল' খেলাটির কথাই ধরা যাক। এই খেলায় দুটি দলের মধ্যে কথোপকথন চলে। এক দল অপর দলের কাছে জানতে চায় 'কিসের খবর আইল', উত্তরে তারা জানায় রাজামশাই একটি বালিকা চায়। এরপর কোন্ বালিকা, তার নাম-পোষাক ইত্যাদি উত্তর-প্রত্যুত্তরে জানানো হয়। এমনকি জানা যায় যে রাজা ঐ বালিকার জন্যে এক হাজার টাকাও দেবেন।

এই খেলাটির মধ্যে লুকিয়ে আছে ঐতিহাসিক তথা সামাজিক এক চিত্র। মধ্যযুগে সোনার থালা-বাসনের মতো দাসদাসীর সংখ্যাও ছিল সামাজিক মর্যাদার একটা মাপকাঠি। এসব দাসদাসীর ওপর গৃহপতিরই মালিকানা থাকতো। গৃহপতির অধীনে থেকে তারা গৃহপতির বিভিন্ন কাজকর্ম করতো। কখনো কখনো মালিকরা তাদের দাসীগণকে উপপত্নী হিসাবেও ব্যবহার করতো। সাধারণত এইসব দাসীদের হাট থেকে কেনা হত। অনেক সময় দামদস্তুর করে মুখের কথাতেই তাদের কেনা হত, তবে ক্ষেত্র বিশেষে দলিলপত্র তৈরি করে নেওয়া হত। অর্থাৎ মধ্যযুগে নারী যে পণ্যেরই মতো ব্যবহার হত, এমনকি বাজারে তারা বিক্রীও হত - সেই নির্মম সত্যই খেলাটিতে বিধৃত। ভূ-স্বামী, জমিদার, অভিজাতদের কাছে নারী ছিল ভোগ্যপণ্য মাত্র। অনেক সময় মানুষ দারিদ্র্যের কারণে তার ঘরের মেয়েকে কিছু অর্থের বিনিময়ে ক্রেতার হাতে তুলে দিতে বাধ্য হত। এরকমই কিছু ইতিহাসের ছায়া সমৃদ্ধ খেলা হল আগডুম- বাগডুম, গোল্লাছুট, এক্কা-দোক্কা ইত্যাদি।
এছাড়াও বিভিন্ন লোকক্রীড়ার মধ্যে দেখা যায় যাদুবিদ্যা (কাদামাটি, কানামাছি, চোর-চোর, ডাংগুলি), অভিনয় (গাছছুয়া গাছছুয়া, কানামাছি, ইকড়ি-মিকড়ি), নৃতাত্ত্বিক প্রতিফলন (হাডুডু, চিক্কা খেলা, কুকুর ও শকুনি খেলা) ইত্যাদির উপস্থিতি।

খ) লোকাচার: পশ্চিমবঙ্গের সর্বত্র বহু শিশুকেন্দ্রিক লোকাচার, ব্রত, পূজা-পার্বণ ছড়িয়ে আছে। যেমন, হিন্দুদের মধ্যে দেখা যায় ষেঠেরা বা ছয়ষষ্ঠী , অন্নপ্রাশন; মুসলিম সমাজের আকিকা, ক্ষীর খোয়াই, মুসলমানীর অনুষ্ঠান; আদিবাসী সমাজের নিমভাত, মোড়েমাহা কিংবা হিন্দুস্থানীদের মধ্যে দেখা যায় ছঠিহার ইত্যাদি। হিন্দুদের ছয়ষষ্ঠী উপলক্ষ্যে হয় 'ষষ্ঠীমঙ্গলের ব্রত'। ঐদিন কোথাও কোথাও এই উপলক্ষ্যে মহিলারা গানও গেয়ে থাকেন। হিন্দুস্থানীরাও ছঠিহারে 'ঝুমর্' গান গায়। এছাড়াও আছে বারো মাসে তেরোটি ষষ্ঠীব্রত (চাপড়া ষষ্ঠী, অশোক ষষ্ঠী, মূলা ষষ্ঠী, দুর্গা ষষ্ঠী ইত্যাদি)।
শিশুর রোগমুক্তির জন্য বিভিন্ন পূজা-আচ্চা লক্ষ্য করা যায় সমগ্র পশ্চিমবঙ্গে। যেমন, শিশুর হাম-বসন্ত বা তথাকথিত মাসি-পিসির আক্রমন রোধের জন্য শীতলা পুজো, ঘা-পাঁচরা বা চর্মরোগ প্রতিরোধ হেতু হ্যাচরা পুজো কিংবা খিঁচুনী বা তর্কাজ্বর থেকে মুক্তির জন্য পাঁচু ঠাকুরের পুজো ইত্যাদি। শিশুর সার্বিক মঙ্গল কামনায় হিন্দুস্থানীরা 'ছট' পুজো করে থাকে। শুধু শিশুর নীরোগ শরীরের জন্যই নয় বন্ধ্যা নারী সন্তান কামনার জন্য মানতও করে আর যদি সন্তান লাভ হয় তখন সেই সন্তানকে 'পাঁচু ঠাকুরের দোরধরা সন্তান' বলে।

গ) বিশ্বাস-সংস্কার: শিশুকেন্দ্রিক বিভিন্ন বিশ্বাস-সংস্কার খুঁজে পাওয়া যায় এই রাজ্যে। যেমন, শিশুর নজর না লাগার জন্য কপালে কাজলের ফোঁটা পরানো বা কোমরে কালো কার বাঁধা। কোন কোন অঞ্চলে শিশু মাটিতে প্রস্রাব করলে সেই প্রস্রাবে ভেজা মাটি দিয়েও শিশুর কপালে ফোঁটা দেওয়ার চল আছে। শনি-মঙ্গল বারে রাতে বা দুপুরে ছোট বাচ্চা নিয়ে না বেরনো। শিশুর মাথায় চাঁটি না মারা বা মারলে মাথায় ফুঁ দেওয়া, না হলে সে বিছানায় প্রস্রাব করবে। জন্মবারে চুল-নখ না কাটা। পুরাণ কথিত গণেশের দশা স্মরণ করে শিশুকে উত্তর মুখো না শোয়ান। গ্রীষ্মের দুপুরে গাছে উঠলে বা মাঠে গেলে বাচ্চাদের ভূতে ধরে। পা ছড়িয়ে বসে ভাত খেলে কন্যা সন্তানের দূরে বিয়ে হয়। সরস্বতী পুজোর আগে কুল খেলে বা পুজোর দিন বই পড়লে শিশুদের বিদ্যা হয়না। এমন অনেক বিশ্বাস-সংস্কার পশ্চিমবঙ্গের ঘরে ঘরে দেখতে পাওয়া যায়।

ঘ) লোকসাহিত্য: লোকসাহিত্যের বিভিন্ন শাখা ও তার পাঠান্তর যেমন, ছেলেভুলান ছড়া, ধাঁধা, প্রবাদ, লোককথা ইত্যাদি আজও সমগ্র পশ্চিমবঙ্গের মাঝে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে। শুধু ছেলে ভুলানোই নয় ছড়ার মধ্যে ইতিহাসও কখনো কখনো উঁকি দিয়ে যায়। বাংলায় বহুল প্রচলিত একটি ছড়া হল 'খোকা ঘুমালো পাড়া জুড়ালো, বর্গী এল দেশে' যা বাংলাদেশের বর্গী

হামলার মত ঐতিহাসিক ঘটনার সাক্ষ্য বহন করে। এই ছড়াটির বহু পাঠান্তর লক্ষিত হয়, যেমন- 'মণি ঘুমালো পাড়া জুড়ালো' বা 'পুটু ঘুমালো পাড়া জুড়ালো' ইত্যাদি। এছাড়া আছে বহু লোককথা, যেমন 'টুনটুনি আর বেড়ালের কথা' বা ' শিয়াল ও বাঘের গল্প'-এর মত পশুকথা, রাজা-রাণী-রাক্ষস নিয়ে তৈরি বহু রূপকথা কিংবা পরীকথা বা ভূতের গল্প ইত্যাদিতে সমৃদ্ধ পশ্চিমবঙ্গের শিশুসাহিত্যের জগৎ।

ঙ) লোকঔষধ ও চিকিৎসা পদ্ধতি: শিশুর রোগ নিরাময়ের জন্য বিভিন্ন লোকঔষধ ও লোক চিকিৎসা পদ্ধতি প্রয়োগ করা হয়। যেমন, ঠান্ডা লাগলে বাসকপাতা, তুলসীপাতা ইত্যাদির রস মধু দিয়ে খাওয়ানো, কৃমি হলে কালমেঘের পাতার রস বা কচি আনারস পাতার মাঝের সাদা শিরার রস ছেঁচে খাওয়ানো, পেট খারাপ হলে নাকধানা বা থানকুনি পাতার রস খাওয়ানো কিংবা কেটে গেলে পাহাড়েলতা পাতার রস লাগানো রক্ত বন্ধ করার জন্য। এছাড়া দুর্বা ঘাসের রস বা গাঁদা পাতার রসও লাগানো যায়। অ্যালার্জি বা চুলকানী হলে বিষেহরি পাতার রস দেওয়া ইত্যাদি।

চ) যাদুবিদ্যার প্রয়োগ: বিভিন্ন মন্ত্র-তন্ত্র, ঝাড়ফুঁক, তুকতাক বা যাদুবিশ্বাসের প্রচলন দেখা যায় আজও পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলায়। কিংবা শিশুর রোগ বা কুনজর থেকে মুক্তির জন্য জলপড়া, তেলপড়া, মাদুলি, কবচ ইত্যাদির প্রয়োগ ঘটাতে দেখা যায়। নজর কাটানোর জন্য কখনো কখনো মায়েরা বাড়িতে শিশুর সারা গায়ে সরষে ও শুকনো লঙ্কা বুলিয়ে তা আগুনে পুড়িয়ে দেন। শুধু তাই নয়, শিশুর মঙ্গল-অমঙ্গলকে কেন্দ্র করে ডাইনী সন্দেহে নরহত্যার মত কুসংস্কারের নজির আজও পশ্চিমবঙ্গের বহু জেলাতেই দেখতে পাওয়া যায়।

ছ) লোকঅভিকরণ শিল্প: আবার এসবের পাশাপাশি শিশুদের মনোরঞ্জনের জন্য আজও পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন গ্রামে-গঞ্জে দেখা যায় পুতুল নাচের আসর, যাদুকরের খেলা কিংবা হরবোলাদের কসরৎ। শুধু শিশুরাই নয় তাদের সাথে বড়রাও মেতে ওঠে এক অনাবিল আনন্দে। বয়স্করা নিজেদের শৈশবের কথা মনে করে উদাস হয়ে যান আর গ্রামের বৌ-ঝিরা বাপের বাড়িতে ফেলে আসা ছোটবেলার স্মৃতি মনে করে সংসারের একঘেয়েমি থেকে একটু যেন মুক্তি পায়। ক্ষণিকের আনন্দে তাদের সকলের মধ্যের সুপ্ত শৈশবটি যেন উঁকি দিয়ে যায়, ধরা পড়ে এক অদ্ভুত মনস্তত্ত্ব। এখানেই খুঁজে পাওয়া যায় পশ্চিমবাংলার শিশুকেন্দ্রিক লোকসংস্কৃতির বিশেষত্ব।

জ) শিশুদের আচরণগত বৈশিষ্ট্য: বিশ্বের অন্যান্য সব জায়গার মত পশ্চিমবঙ্গেও শিশুদের একেবারে নিজস্ব কিছু আচার-আচরণ লক্ষ্য করা যায়, যা শৈশবকালের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। ছোট্ট শিশু তার অবুঝ মন নিয়ে প্রথমে তার পারিপার্শ্বিক জগৎ চিনতে শেখে। কখনো ভয়ে বা প্রবল অস্বস্তিতে কেঁদে ওঠে আবার কখনো চরম বিস্ময়ে হেসে ওঠে ফোকলা দাঁতে যা দেখে বয়স্করা ছড়া কাটে 'অদন্তের হাসি, দেখতে ভালোবাসি'। তারপর যখন একটু বড় হয়ে ওঠে তখন বয়সের সাথে সাথে সে সমবয়সী সাথীদের সঙ্গে দল গঠন করতে শেখে। বাড়িতে এবং স্কুলে - দু'জায়গাতেই থাকে পৃথক দল। স্কুলে যে দলগঠন বা আচার-আচরণের পরিচয় পাওয়া যায় ড. নির্মলেন্দু ভৌমিক তাঁর 'শিশুচারণা' গ্রন্থে এ-বিষয়টিকে 'School-lore' বলে অভিহিত করেছেন। তাঁর মতে:

> *"স্কুলের ছাত্রদের ঠাট্টা-বিদ্রূপ-রসিকতা, তাদের চালাকি-বোকামির দৃষ্টান্ত ইত্যাদি নিয়ে একটি ধারা গড়ে ওঠে - বিশ্বের সব দেশেই। আমি একে 'School-lore' বলতে চাই। বলা বাহুল্য শিশু এখানে বালকে পরিণত।"* [১২]

পশ্চিমবঙ্গের শিশুকেন্দ্রিক লোকসংস্কৃতির পরিধিকে নিম্নে একটি ছকের সাহায্যে তুলে ধরা হল:

শিশুকেন্দ্রিক লোকসংস্কৃতি

লোকসাহিত্য ও লোকজ সংস্কার | লোকক্রীড়া ও লোকপ্রথা | যাদুবিদ্যা | লোকবিশ্বাস | লোকাচার | লোকঅভিকরণ শিল্প | লোকঔষধ ও চিকিৎসা পদ্ধতি | শিশুদের নিজস্ব আচার-আচরণ | বিবিধ খেলনা

এইসব শিশুকেন্দ্রিক লোকসংস্কৃতির বিভিন্ন ক্ষেত্রগুলি ভালো-মন্দ মিলিয়ে স্বমহিমায় ভাস্বর এবং তাই এদের পর্যালোচনা বা গবেষণা করা একান্তভাবে প্রয়োজন তাদের সামাজিক, ঐতিহাসিক, মনস্তাত্ত্বিক বা সাহিত্যিক মূল্য নির্ধারণের জন্য, যা লোকসংস্কৃতির জগতে এক নতুন দিগন্ত উন্মোচিত করবে।

৬. মূল্যায়ন: এই প্রবন্ধে পশ্চিমবঙ্গের শিশুকেন্দ্রিক লোকসংস্কৃতি ও তৎসংক্রান্ত নির্বাচিত উপাদানের সংক্ষিপ্তভাবে পরিচয় তুলে ধরা হয়েছে। বর্তমান বিশ্বায়ন ও নগরায়নের প্রভাবে লোকসংস্কৃতির এই ধারাটি তার স্বকীয়তার পরিবর্তন ঘটিয়েছে প্রচুর। এই যুগের শিশুরা আর আগের মত দাদু-ঠাকুমার মুখে গল্পকথা শোনেনা, কারণ আজকাল টিভিতেই 'ঠাকুমার ঝুলি' হয় কার্টুনে কিংবা 'কিরণমালা' হয় বাংলা মেগা সিরিয়াল হিসাবে। পার্কে বা মাঠে গিয়ে আজকের শিশুরা খেলে কম, কারণ আজকের ইঁদুর-দৌড়ের প্রতিযোগিতায় প্রথম হওয়ার চেষ্টায় খেলার জন্য কোন সময় নেই। তাই শিশুদের ন্যূনতম অবসর কাটে মোবাইল বা কম্পিউটারে গেম খেলে। পরিবর্তন ঘটেছে জনজীবনে তথা শিশুদের সামগ্রিক জীবনযাপনে। মাটির ঢেলা দিয়ে যে খেলা হত, গাছের পাতা যেখানে রান্না-বাটির উপকরণ হত, সেখানে জায়গা করে নিয়েছে ফাইবার বা প্লাস্টিকের ঝকঝকে রঙ ও আধুনিক প্রযুক্তিবিদ্যার কারিগরি মেশানো বিভিন্ন খেলনা। কিন্তু তবুও লোকসংস্কৃতির ধারা অব্যাহত থাকে এবং শিশুকেন্দ্রিক লোকসংস্কৃতিরও সেই ধারা সচল ও সজীব রয়েছে যুগে যুগে। পরম্পরাগত ঐতিহ্য ও পরিবর্তনের সংমিশ্রণে শিশুকেন্দ্রিক লোকসংস্কৃতির পরিবর্তন দেখা দিচ্ছে। কিন্তু পরম্পরাগত নিয়ম মেনে আজও সমাজের প্রেক্ষিতে শিশুকেন্দ্রিক লোকসংস্কৃতির ক্রিয়াশীলতাগত মূল্য বা Functional Value রয়েছে। আজও গ্রামে-গঞ্জে পুতুলনাচের আসর বসলে নতুন নতুন গল্প বা থিমের আদলে যে অভিকরণ শিল্প প্রদর্শিত হয় তাতে থাকে লোকশিক্ষার বার্তা, তৈরি হয় পারস্পরিক জ্ঞাপন। আজও হঠাৎ হঠাৎ ঠাকুমার মুখে রূপকথার গল্প শুনে রোমাঞ্চিত হয় শিশুমন, আর্থ-সামাজিক দিক উদ্ভাসিত হয় রাজা আর কাঠুরের গল্পে। নৃতাত্ত্বিক প্রতিফলন উঁকি দিয়ে যায় হাডুডু খেলায় কিংবা দুষ্টু শিশুকে ঘুম পাড়াতে গিয়ে বর্গী হামলার ঐতিহাসিক দলিল খুলে বসে মা তার 'খোকা ঘুমালো পাড়া জুড়ালো' ছড়ার গানে। শিশুকেন্দ্রিক লোকসংস্কৃতির উপাদানগুলি তাই শিশুদের মনোরঞ্জনের পাশাপাশি দায়িত্ব নেয় সামাজিক শিক্ষার, সামাজিক সচেতনতার বা সামাজিক প্রতিরোধ গড়ে তোলার। এক কথায় শিশুকে ভবিষ্যতে এই সমাজের এক যোগ্য নাগরিক রূপে গড়ে তোলে শিশুকেন্দ্রিক লোকসংস্কৃতির নানা উপাদান বা genre।

৭. উপসংহার: 'শিশুকেন্দ্রিক লোকসংস্কৃতি' বা 'Children's Folklore' বিষয়টি যে লোকসংস্কৃতির জগতে একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র তা বলাই বাহুল্য। এর মধ্য দিয়ে যেমন বিভিন্ন লোকউপাদানের শিশুভিত্তিক আলাদা একটা পরিচয় তুলে ধরা সম্ভব, সম্ভব একটা পৃথক বর্গীকরণের, ঠিক তেমনই সম্ভব শিশুদের নিজস্ব মনস্তত্ত্বের পাশাপাশি সমগ্র লোকসমাজের স্বীয় মানসিকতার প্রকাশ ঘটানো। এই শিশুকে কেন্দ্র করেই ঘটতে দেখা যায় বিভিন্ন ধর্মের আচার-আচরণের মধ্যে সমতা, অলক্ষ্যে ঘটে যায় সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি। তাই এই বিষয়টি নিয়ে সার্বিকভাবে এবং পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে গবেষণা হওয়া যে একান্ত প্রয়োজন তা বলার আর অপেক্ষা রাখেনা।

তথ্যসূত্র:

১. Green, Thomas A., 1997, Folklore: An Encyclopedia of Beliefs, Customs, Tales, Music and Art, Vol. I, ABC-CLIO, California, pp. 126.

২. Simpson, J.A. & E.S.C. Wiener, 1989, The Oxford English Dictionary, 2nd Ed, Vol-VII, Clarendon Press-Oxford, pp.917.

৩. Simpson, J.A. & E.S.C. Weiner, 1989, The Oxford English Dictionary, 2nd Ed, Vol-III, Clarendon Press-Oxford, pp.113.

৪. Simpson, J.A. & E.S.C. Weiner, 1989, The Oxford English Dictionary, 2nd Ed, Vol-III, Clarendon Press-Oxford, pp.115.

৫. Wyld, Henry Cecil & Eric H. Partridge, Webster Universal Dictionary, Unabridge International Edition, Colour Illustrated, The Tulsi Shah Enterprises- Bombay, pp.235.

৬. Smith, Briyan Sutton, at al, 1999, Children's Folklore: A Source Book, Utah State University Press, Utah, Logan, pp.4.

৭. Tucker, Elizabeth, 2008, Children's Foklore: A Handbook, Greenwood Publishing Group, Greenwood Press, Westport, Connecticut, London, pp. 19.

৮. পূর্বোক্ত তথ্যসূত্র নং ৭, পৃ .২০।

৯. পূর্বোক্ত তথ্যসূত্র নং ৭, পৃ .২০।
১০.পূর্বোক্ত তথ্যসূত্র নং ৭, পৃ. ২০।
১১.ভৌমিক নির্মলেন্দু, ২০০৪, শিশুচারণা, পুস্তকবিপণি, কলকাতা পৃ. ১।
১২.পূর্বোক্ত তথ্যসূত্র নং ১১, পৃ. ৩২।

তথ্যদাতা:

১. মুর্মু বাসিনী, (৬০), দারন্দা গ্রাম, উত্তরপাড়া বান্ধাঘাট, বীরভূম, ক্ষেত্রসমীক্ষা: ২১. ০৩. ১৪
২. দাস ঈশ্বর, (১০০), ইলামবাজার, বীরভূম, ক্ষেত্রসমীক্ষা: ২১. ০৩. ১৪
৩. সালুই সোমা, (২৬), টিকরবেতা গ্রাম, বীরভুম, ক্ষেত্রসমীক্ষা: ২৪. ০৩. ১৪
৪. তামাং রীতা, (৪৭), লেপচা জগৎ, দার্জিলিং, ক্ষেত্রসমীক্ষা: ২০. ০৩. ১৫
৫. দোলমা কর্মা, (৭০), দার্জিলিং, ক্ষেত্রসমীক্ষা: ২১. ০৩. ১৫
৬. বিশ্বাস স্বপ্না, (৩১), হবিবপুর, সাহাপাড়া, রানাঘাট-১,নদীয়া, ক্ষেত্রসমীক্ষা: ২০. ০৪. ১৫
৭. সরকার ছায়া, (৬২), ফুলিয়া কলোনী, শান্তিপুর, নদীয়া, ক্ষেত্রসমীক্ষা: ২০. ০৪. ১৫
৮. সাউ ঊর্মিলা, (৪০), হরিপাল খামারচন্ডী, গোপীনগর, গাঙ্গুলীপাড়া, হুগলী, ক্ষেত্রসমীক্ষা: ১৩. ০৫. ১৫
৯. বিবি হামিদা, (৪৫), মোল্লাবেড় মধ্যমপাড়া, হুগলী, ক্ষেত্রসমীক্ষা: ১৮. ০৫. ১৫
১০.মণ্ডল প্রশান্ত, (৩৭), সিঁথি, দমদম, উঃ ২৪ পরগনা, ক্ষেত্রসমীক্ষা: ১০. ০৮. ১৫

গ্রন্থপঞ্জি:

Green, Thomas A., 1997, Folklore: An Encyclopedia of Beliefs, Customs, Tales, Music and Art, Vol. I, ABC-CLIO, California.

Simpson, J.A. & E.S.C. Weiner, 1989, The Oxford English Dictionary, 2nd Ed, Vol-VII, Clarendon Press- Oxford.

Simpson, J.A. & E.S.C. Weiner, 1989, The Oxford English Dictionary, 2nd Ed, Vol-III, Clarendon Press-Oxford.

Wyld, Henry Cecil & Eric H. Partridge, Webster Universal Dictionary, Unabridged International Edition, Colour Illustrated, The Tulsi Shah Enterprises-Bombay.

Smith, Briyan Sutton, at al, 1999, Children's Folklore: A Source Book, Utah State University Press, Utah, Logan.

Tucker, Elizabeth, 2008, Children's Folklore: A Handbook, Greenwood Publishing Group, Greenwood Press, Westport, Connecticut, London.

ভৌমিক, নির্মলেন্দু, ২০০৪, শিশুচারণা, পুস্তক বিপণি, কলকাতা।